ভোরের কাগজ

তারিখ 02 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সহৃদয়বানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা

শিক্ষকের মারে তছনছ হয়ে গেলো ছাত্রীর জীবনের সব স্বপ্ন

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : অভাবী পরিবারের দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়ের জীবনের সব স্বপ্ন তছনছ করে দিয়েছে তার স্কুল শিক্ষক। প্রায় ১০ মাস আগে ওই শিক্ষকের পিটুনিতে ভেঙে যাওয়া মেয়েটির ডান হাতে পচন ধরেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাকে সুস্থ করাতে ঢাকা অথবা দেশের বাইরে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে মেয়েটির দরিদ্র পিতা-মাতা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তারা মেয়ের সুচিকিৎসার জন্য সমাজের বিত্তশালী ও সহৃদয়বান ব্যক্তিগণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এদিকে রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এ ব্যাপারে মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পেলেও এখন পর্যন্ত ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

জানা গেছে, জেলার রাজারহাট উপজেলার শিমুলতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিভিষণ চন্দ্র প্রায় ১০ মাস আগে ঐ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সন্ধ্যা রানী সরকারকে অংক ভুল করার জন্য বেদম মারপিট করেন। এক পর্যায়ে তার এলোপাতাড়ি মারপিটে ছাত্রীটির ডান হাতের হাড় ভেঙে যায় এবং মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অসুস্থ মেয়েটিকে তার সহপাঠিরা বাড়িতে পৌছে দিলে অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতা ডাক্তারি চিকিৎসার বদলে তার কবিরাজি চিকিৎসার করান। কবিরাজি চিকিৎসার এক পর্যায়ে ভেঙে যাওয়া হাতে পচন ধরে। অবশেষে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় পিতামাতা মেয়েকে নিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজের হাড় বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হন।

বিশেষজ্ঞরা জানান, এখন আর এখানে তার কোনো চিকিৎসা নেই তাকে সুস্থ করতে হলো ঢাকা অথবা দেশের বাইরে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলে দরিদ্র ঐ পরিবারটির মাথায় বজ্রপাত হয়। অর্থাভাবে সন্ধ্যারানী এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধুই অন্ধকার দেখছে। তার জীবনের সব স্বপ্ন শিক্ষকের বেত্রাঘাত তছনছ করে দিয়েছে। মেয়েটির বাবা-মা তার সুচিকিৎসার জন্য সুধিমহলের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ দিকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করার পর ঘটনার সত্যতা মিললেও ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় অভিভাবক মহলে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। বিষয়টির প্রতি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি।